প্রধানমন্ত্রীর ‘আই হ্যাভ এ প্ল্যান’, যানজটমুক্ত ঢাকায় ডিজিটাল হাতিয়ার

ছবি: সংগৃহীত

‘আই হ্যাভ আ প্ল্যান ফর দ্য পিপল অব মাই কান্ট্রি; ফর মাই কান্ট্রি’—নিজের দেশের মানুষের জন্য, দেশের জন্য পরিকল্পনা রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের এই প্রত্যয়কে সামনে রেখে যানজটমুক্ত, সুশৃঙ্খল ও আধুনিক বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যাশা তুলে ধরা হয়েছে। সেই পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে ঢাকার ট্রাফিক ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন আনা এবং আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে সাধারণ নাগরিকদের সম্পৃক্ত করার বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে।

ঢাকার চিরচেনা যানজট, কর্মব্যস্ত মানুষের ভিড়, গাড়ির হর্ন আর দীর্ঘ সময় অপেক্ষা নগরবাসীর প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা। এর সঙ্গে ট্রাফিক আইন অমান্য, লাল বাতি উপেক্ষা, অবৈধ পার্কিং এবং উল্টো পথে গাড়ি চালানোর মতো অনিয়ম যুক্ত হয়ে জনদুর্ভোগ আরও বাড়িয়ে তোলে। এমন পরিস্থিতিতে প্রযুক্তির ব্যবহার ও নাগরিকদের সরাসরি অংশগ্রহণের মাধ্যমে সড়কে শৃঙ্খলা ফেরানোর উদ্যোগ নতুন সম্ভাবনা তৈরি করতে পারে।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ‘হ্যালো ডিএমপি’ মোবাইল অ্যাপে যুক্ত ‘ট্রাফিক ভায়োলেশন রিপোর্টিং’ সুবিধার মাধ্যমে নাগরিকেরা ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনের তথ্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানাতে পারেন। এ ব্যবস্থায় সড়কে ঘটে যাওয়া অনিয়মের ভিডিও ধারণ করে পাঠানোর সুযোগ রয়েছে। যথাযথভাবে ব্যবহার করা গেলে নাগরিকদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য ট্রাফিক ব্যবস্থাপনায় নজরদারি বাড়াতে এবং আইন প্রয়োগের প্রক্রিয়ায় জনসম্পৃক্ততা নিশ্চিত করতে ভূমিকা রাখতে পারে।

স্মার্টফোনেই জানানো যাবে ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনের তথ্য

প্রতিদিনের মতো কর্মস্থল থেকে বাড়ি ফিরছিলেন এক তরুণ চাকরিজীবী। পথে একটি মোড়ে দাঁড়িয়ে তিনি দেখলেন, একটি গাড়ি ট্রাফিক সংকেত অমান্য করে উল্টো পথে এগিয়ে যাচ্ছে। অল্প সময়ের মধ্যেই মোড়জুড়ে যানজট তৈরি হলো। অন্য সময় হলে হয়তো বিরক্তি নিয়ে অপেক্ষা করা ছাড়া তাঁর আর কিছু করার থাকত না। কিন্তু এবার তিনি অনিয়মের তথ্য কর্তৃপক্ষকে জানানোর সিদ্ধান্ত নিলেন।

পকেট থেকে স্মার্টফোন বের করে খুললেন ‘হ্যালো ডিএমপি’ অ্যাপ। এরপর ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ জানানোর নির্ধারিত অপশন নির্বাচন করে ঘটনাটির একটি ছোট ভিডিও ধারণ করলেন। কয়েকটি ধাপ অনুসরণ করে ভিডিওটি পাঠিয়ে দিলেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে। এভাবে সড়কে ঘটে যাওয়া অনিয়মের তথ্য জানানোর সুযোগ পেলেন একজন সাধারণ নাগরিক।

ভিডিও পাঠানোর পর তরুণটির মনে প্রশ্ন জাগতে পারে—তাঁর পরিচয় প্রকাশ পাবে না তো? অভিযোগ জানানোর কারণে কোনো ধরনের হয়রানির শিকার হতে হবে কি না, সেই উদ্বেগও তৈরি হতে পারে। এ ক্ষেত্রে তথ্যদাতার নাম-পরিচয় ও ব্যক্তিগত তথ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ। নাগরিকেরা যাতে নিরাপদে অনিয়মের তথ্য জানাতে পারেন, সে জন্য গোপনীয়তা রক্ষার কার্যকর ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

অন্যদিকে, নিয়ন্ত্রণকক্ষে থাকা ট্রাফিক কর্মকর্তাদের কাছে অভিযোগের ভিডিও পৌঁছানোর পর তা যাচাই করে সংশ্লিষ্ট যানবাহন শনাক্ত করার সুযোগ তৈরি হতে পারে। ডিজিটাল ট্রাফিক মামলা পরিচালনার সফটওয়্যারের মাধ্যমে অভিযোগ পর্যালোচনা, প্রমাণ যাচাই এবং আইন অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়াও সহজ করা সম্ভব।

এই ব্যবস্থার সম্ভাব্য চিত্রে অভিযোগ যাচাইয়ের পর আইন লঙ্ঘনকারী গাড়িটি শনাক্ত করা হলো। এরপর ডিজিটাল পদ্ধতিতে মামলা তৈরি করে গাড়ির মালিকের মোবাইল ফোনে জরিমানার ই-নোটিশ পাঠানো হলো। পুরো প্রক্রিয়াটি প্রযুক্তির মাধ্যমে সম্পন্ন হওয়ায় তাৎক্ষণিক জরিমানা আদায়, অনৈতিক প্রভাব কিংবা রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের সুযোগ কমিয়ে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে।

এ ধরনের ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হলো আইন প্রয়োগের প্রতিটি ধাপকে নিয়মের মধ্যে নিয়ে আসা। তবে অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে মামলা তৈরি বা জরিমানার নোটিশ পাঠানো হয় কি না, তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কার্যপদ্ধতি ও প্রযুক্তিগত ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল।

নাগরিকের দেওয়া তথ্য যাচাই করে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হলে সড়কে আইন অমান্য করার প্রবণতা কমানোর ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। চালকেরা তখন শুধু রাস্তায় দায়িত্ব পালনরত ট্রাফিক পুলিশের নজরদারির কথাই বিবেচনা করবেন না; সাধারণ নাগরিকেরাও যে অনিয়মের তথ্য কর্তৃপক্ষকে জানাতে পারেন, সে বিষয়েও সচেতন হবেন।

লাল বাতি অমান্য, অবৈধ পার্কিং কিংবা উল্টো পথে গাড়ি চালানোর মতো বিশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে প্রযুক্তি সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। তবে এসব অনিয়ম দূর করতে নিয়মিত নজরদারি, অভিযোগের যথাযথ যাচাই এবং আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ অপরিহার্য।

নাগরিকদের পাঠানো তথ্য ট্রাফিক পুলিশের কাছে পৌঁছানোর পর তা যাচাই করে সংশ্লিষ্ট যানবাহন শনাক্ত করা এবং প্রয়োজনীয় আইনগত পদক্ষেপ নেওয়ার সুযোগ থাকে। এভাবে প্রযুক্তিনির্ভর অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সড়কে আইন লঙ্ঘন প্রতিরোধের উদ্যোগকে আরও কার্যকর করতে পারে।

এ ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো তথ্য প্রদানকারীর পরিচয় ও ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষা। অনিয়মের তথ্য জানাতে গিয়ে কেউ যেন অযাচিত হয়রানির আশঙ্কায় না ভোগেন, সে জন্য গোপনীয়তা রক্ষা এবং নিরাপদে অভিযোগ জানানোর পরিবেশ নিশ্চিত করা জরুরি।

ডিজিটাল ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি

ট্রাফিক আইন প্রয়োগে প্রযুক্তির ব্যবহার কেবল অনিয়ম শনাক্ত করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। যথাযথভাবে কার্যকর করা গেলে এটি আইন প্রয়োগের প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠার সুযোগও তৈরি করতে পারে।

ডিজিটাল ট্রাফিক মামলা পরিচালনার সফটওয়্যারের মাধ্যমে অভিযোগের তথ্য সংরক্ষণ, সংশ্লিষ্ট যানবাহন শনাক্তকরণ এবং প্রমাণ যাচাইয়ের কাজ সমন্বিতভাবে পরিচালনা করা সম্ভব। প্রযোজ্য নিয়ম অনুযায়ী ডিজিটাল মামলা তৈরি এবং জরিমানার ই-নোটিশ পাঠানোর ব্যবস্থাও এ প্রক্রিয়ার অংশ হতে পারে।

প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত ব্যক্তিগত পরিচয়, প্রভাব কিংবা রাজনৈতিক বিবেচনার পরিবর্তে আইন ও প্রমাণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিশ্চিত করা। অভিযোগ যাচাইয়ের নির্দিষ্ট পদ্ধতি এবং নির্ভরযোগ্য প্রমাণের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়া হলে আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা বজায় রাখার সুযোগ বাড়ে।

তবে শুধু প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করলেই স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠিত হয় না। অভিযোগের সত্যতা যাচাই, প্রমাণের গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করা এবং সবার ক্ষেত্রে একই নিয়ম অনুসরণ করা জরুরি। পাশাপাশি অভিযোগের অপব্যবহার রোধ ও ব্যক্তিগত তথ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়টিও গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে।

সড়কে শৃঙ্খলা ফেরাতে প্রযুক্তি ও নাগরিক অংশগ্রহণের সমন্বয় কার্যকর হলে ট্রাফিক পুলিশের পাশাপাশি সাধারণ মানুষও অনিয়ম প্রতিরোধে ভূমিকা রাখতে পারবেন। এতে অভিযোগ গ্রহণ থেকে শুরু করে তথ্য যাচাই ও আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়াকে আরও নিয়মতান্ত্রিক করার সুযোগ তৈরি হতে পারে।

এই উদ্যোগের সাফল্য নির্ভর করবে অভিযোগ পাওয়ার পর কর্তৃপক্ষ কতটা কার্যকরভাবে ব্যবস্থা নিচ্ছে, নিয়মিত তদারকি হচ্ছে কি না এবং আইন প্রয়োগে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি কতটা নিশ্চিত করা যাচ্ছে—তার ওপর।

টেক ব্যাক বাংলাদেশ' থেকে নতুন বাংলাদেশের প্রত্যাশা

গত দুই দশকে তারেক রহমান দেশের মানুষ ও বাংলাদেশকে বদলে দেওয়ার যে রাজনৈতিক লড়াইয়ের কথা তুলে ধরেছেন, তার সঙ্গে 'টেক ব্যাক বাংলাদেশ' স্লোগানটি যুক্ত। পরিবর্তনের সেই প্রত্যাশাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে দৃশ্যমান উন্নতি আনার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ।

পরিবর্তন কেবল বক্তৃতা, স্লোগান কিংবা কাগজে-কলমে পরিকল্পনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে সাধারণ মানুষ তার সুফল পুরোপুরি অনুভব করতে পারেন না। নাগরিক সেবা সহজ করা, জনদুর্ভোগ কমানো এবং মানুষের দৈনন্দিন সমস্যার কার্যকর সমাধান নিশ্চিত করার মধ্য দিয়েই কোনো পরিকল্পনার বাস্তব সার্থকতা প্রকাশ পায়।

ঢাকার যানজট নিরসন এ ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। প্রতিদিন যানজটে আটকে থাকা মানুষের সময় বাঁচানো, ট্রাফিক আইন কার্যকর করা এবং সড়কে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা গেলে নগরবাসীর জীবনযাত্রায় ইতিবাচক পরিবর্তন আসতে পারে।

এ জন্য শুধু প্রশাসনিক উদ্যোগ যথেষ্ট নয়। ট্রাফিক আইন মেনে চলা, নির্ধারিত স্থানে গাড়ি পার্ক করা, উল্টো পথে যানবাহন না চালানো এবং সড়কে অন্যের চলাচলের অধিকারকে সম্মান করার মতো নাগরিক দায়িত্বও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

প্রযুক্তির সহায়তায় আইন লঙ্ঘনের তথ্য জানানোর সুযোগ নাগরিকদের এ কাজে আরও সম্পৃক্ত করতে পারে। তবে এ ধরনের উদ্যোগ কতটা সফল হবে, তা নির্ভর করবে কার্যকর প্রয়োগ, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীলতা এবং সাধারণ মানুষের সচেতনতার ওপর।

জনগণের অংশগ্রহণেই পরিবর্তনের বাস্তবায়ন

একটি দেশের উন্নয়ন ও পরিবর্তন টেকসই করতে সরকারের পাশাপাশি জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন। সরকার পরিকল্পনা গ্রহণ করবে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান দায়িত্ব পালন করবে এবং নাগরিকেরা সচেতনভাবে নিজেদের দায়িত্ব পালন করবেন—এই সমন্বয়ের মধ্য দিয়েই সুশৃঙ্খল সমাজ গড়ে তোলার পথ তৈরি হয়।

ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনের তথ্য জানানোর ডিজিটাল সুবিধা নাগরিকদের অংশগ্রহণের একটি মাধ্যম হতে পারে। সড়কে কোনো অনিয়ম চোখে পড়লে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে জানানো, নিজে আইন মেনে চলা এবং অন্যদেরও নিয়ম মানতে উৎসাহিত করার মাধ্যমে সাধারণ মানুষ পরিবর্তনের অংশ হতে পারেন।

নাগরিকদের ভূমিকা শুধু অভিযোগ জানানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সরকারের নেওয়া উদ্যোগ কতটা কার্যকর হচ্ছে, কোথায় দুর্বলতা রয়েছে এবং কী ধরনের সংশোধন প্রয়োজন—এসব বিষয়ে গঠনমূলক মতামত দেওয়াও জনসম্পৃক্ততার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। জনগণের কল্যাণ নিশ্চিত করতে পরিকল্পনা গ্রহণের পাশাপাশি তার বাস্তবায়ন ও ফলাফল মূল্যায়ন করাও জরুরি।

LENS ASIA

বিএনপি সরকার জনগণের সরকার—এই প্রত্যাশা বাস্তবায়নে সরকারি উদ্যোগের সুফল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানো এবং তাঁদের পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করা গুরুত্বপূর্ণ। নাগরিকদের প্রয়োজন ও অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দিয়ে সেবা ব্যবস্থার দুর্বলতা চিহ্নিত করা গেলে উন্নয়নমূলক উদ্যোগ আরও কার্যকর করার সুযোগ তৈরি হয়।

সরকারি উদ্যোগ, প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহি এবং জনগণের দায়িত্বশীল অংশগ্রহণ একসঙ্গে কাজ করলে পরিবর্তনের প্রক্রিয়া আরও শক্তিশালী হতে পারে। যানজট নিরসন থেকে শুরু করে নাগরিক সেবার উন্নয়ন—সব ক্ষেত্রেই এ সমন্বয়ের প্রয়োজন রয়েছে।

বিশ্ব দেখবে এক নতুন বাংলাদেশ

যানজটমুক্ত, নিরাপদ, সুশৃঙ্খল ও আধুনিক বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে প্রয়োজন সুপরিকল্পিত উদ্যোগ, প্রযুক্তির কার্যকর ব্যবহার, স্বচ্ছ প্রশাসন এবং সচেতন নাগরিকসমাজ। ঢাকার ট্রাফিক ব্যবস্থাপনায় ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার বৃহত্তর পরিবর্তনের একটি সম্ভাবনাময় দিক হতে পারে।

কোনো পরিকল্পনার প্রকৃত সাফল্য নির্ধারিত হয় তার বাস্তব ফলাফলের ভিত্তিতে। যানজটে মানুষের কতটা সময় সাশ্রয় হচ্ছে, সড়কে ট্রাফিক আইন কতটা কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা যাচ্ছে এবং নাগরিকেরা কতটা নিরাপদ ও স্বস্তিদায়ক পরিবেশে চলাচল করতে পারছেন—এসব বিষয় দিয়েই পরিবর্তনের অগ্রগতি মূল্যায়ন করা সম্ভব।

তারেক রহমানের 'আই হ্যাভ এ প্ল্যান'—এই প্রত্যয় বাস্তবে রূপ দিতে হলে পরিকল্পনার পাশাপাশি কার্যকর পদক্ষেপ, নিয়মিত তদারকি এবং জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। নাগরিকদের সচেতনতা, আইন মেনে চলার অভ্যাস এবং দায়িত্বশীল ভূমিকা এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

সরকার ও জনগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উন্নত, আধুনিক ও আত্মমর্যাদাশীল বাংলাদেশ গড়ে তোলার প্রত্যাশা বাস্তব রূপ পেতে পারে। পরিকল্পনা যখন মানুষের কল্যাণে কার্যকর হবে, নাগরিক অংশগ্রহণ যখন পরিবর্তনের শক্তিতে পরিণত হবে এবং উন্নয়নের সুফল যখন সাধারণ মানুষের জীবনে পৌঁছাবে, তখনই সেই উদ্যোগের প্রকৃত সাফল্য দৃশ্যমান হবে।

দেশের মানুষকে উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রার কেন্দ্রে রেখে এগিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়েই বাংলাদেশ নতুন সম্ভাবনার পথে এগোতে পারে। সেই বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রার কেন্দ্রে থাকবে দেশের মানুষ।

মাহফুজ কবির মুক্তা
প্রেস কর্মকর্তা
ইশরাক হোসেন, এমপি ও প্রতিমন্ত্রী
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়